হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১০৭৯৪/২০১৯

মোছাঃ মমতাজ বেগম

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট মঈনউদ্দিন ফারুকী

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ, বি,এম, বায়েজিদ

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১১.১০.২০২৩, ১৭.১০.২০২৩, ১৮.১০.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.১১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৫/২০১৮(রমনা মডেল থানার মামলা নং ৫৯ তারিখ ২৪.০৫.২০১১, এসিসি জিআর মামলা নং ৫৮/২০১১ হতে উদ্ভুত)-এ বিগত ইংরেজী ১৬.০৯.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে মোছাঃ মমতাজ বেগম-কে দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ০৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড ৩৪,২৮,০০০/-(চৌত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

মোছাঃ মমতাজ বেগম-কে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পদ বিবরণী দাখিলে নির্দেশ প্রদান করলে তিনি তার সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই বাচাই ও পর্যালোচনায় ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা গোপন সম্পদসহ ৩৬,৬৮,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকার সম্পদ অসৎ উপায়ে অর্জন করেছেন মর্মে যাচাই বাচাইয়ে পেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) মোতাবেক অপরাধ করেছেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ দাখিল করেন। অতঃপর কমিশন উক্ত দায় উল্লেখিত আইনের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সংশ্লিষ্ট ধারায় মোছাঃ মমতাজ বেগম এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং ৪৭৮ তারিখ ২২.১১.২০১৭ দাখিল করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় ৭জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করেন এবং উক্ত সাক্ষীদের জেরা করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্তির পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষা করা হলে তিনি নিজেকে নির্দোশ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ১ম আদালত, ঢাকা দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনাঅন্তে আসামী মোছাঃ মমতাজ বেগমকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত পেয়ে তাকে ৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩৪,২৮,০০০/-(চৌত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী মোছাঃ মমতাজ বেগম এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মঈনউদ্দিন ফারকী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,বি,এম, বায়েজীদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটদ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৪.০৫.২০১১ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রাথমিক তথ্য বিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"দুদক
প্রাথমিক তথ্য বিবরণী
(নিয়ন্ত্রণ নং-২৪৩)

থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য।

উপজেলা-রমনা মডেল থানা জেলা-ডি,এম,পি, ঢাকা।

নং ৫৯/২৮০ ঘটনার তারিখ ও সময়-২০০৪ হতে অদ্যাবধি।

এসিসি জি আর, নং-৫৮/১১

পেশ করার তারিখ ও সময়ঃ

২৪.০৫.২০১১, ১৭.১৫

ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নং

ঘটনাস্থলঃ রমনা থানাধীন দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গা।

থানা হইতে দূরত্ব অনুঃ ২ কিঃ মিঃ দক্ষিণ দিকে।

ওয়ার্ড নং ৫৬, কাকরাইল পুলিশ ফাঁড়ী, বিট নং-II

১। থানা হইতে প্রেরণের তারিখঃ ২৫.০৫.১১।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানাঃ

মোহাম্মদ ইব্রাহীম, সহকারী পরিচালক, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত-১, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আসামীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানাঃ-

১। মিসেস মমতাজ বেগম (৪৮), স্বামী জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, (গৃহিনী), A/P-বাসা নং-৩৬৬, (নীচতলা ডানদিকে), বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, বাংলাদেশ স্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও, ঢাকা, স্থায়ী সাং-তেতুলিয়া, থানা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ।

ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিতদ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ-

ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১)।

তথ্য গোপন সহ জ্ঞাত অর্থ বহির্ভূত স্থাবর সম্পদ অর্জন করার অপরাধ। জ্ঞাত অর্থ বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এর পরিমান-৩৬,৬৮,০০০/-

তদন্ত চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত/মামলার ফলাফলঃ

বাদীর টাইপকৃত এজাহার থানায় প্রাপ্ত হইয়া অফিসার ইনচার্জ সাহেব এর নির্দেশে অত্র মামলা রুজু করা হইল।

অফিসার ইনচার্জ খতিয়ানে নোট করিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন মামলাটি তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

বাদীর (অপাঠ্য) টাইপকৃত এজাহার মূল এজাহার হিসেবে গণ্য করিয়া অত্র সাথে সংযুক্ত করা হইল।

স্বা/-মোছাঃ রোজিনা বেগম
এস,আই
২৪/০৫/১১
ডিউটি অফিসার
রমনা মডেল থানা
ডি,এম,পি, ঢাকা

স্বা/-মোছাঃ রোজিনা বেগম
এস,আই
৪/০৫/১১
ডিউটি অফিসার
রমনা মডেল থানা
ডি,এম,পি, ঢাকা

বরাবর
অফিসার ইনচার্জ
রমনা মডেল থানা,
ডিএমপি, ঢাকা

বিষয়ঃ এজাহার

জনাব,

আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সহকারী পরিচালক, বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত-১, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এ মর্মে এজাহার দায়ের করছি যে, মিসেস মমতাজ বেগম (৪৮), স্বামী জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, গৃহিনী, বর্তমান ঠিকানা-বাসা নং ৩৬৬, (নিচতলা ডানদিকে) বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-তেতুলিয়া, উপজেলা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ২,৪০,০০০/- টাকা সম্পদের তথ্য গোপনসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার সম্পদ অর্জনের দায়ে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। *ঘটনার বিবরণ এই যে, মিসেস মমতাজ বেগম, স্বামী জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, বর্তমান ঠিকানা-বাসা নং ৩৬৬, (নিচতলা ডানদিকে) বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং দুদক/(অনুঃ ও তদন্ত-৩)/৩৮-২০০৯ (ঢাকা মেট্রো)/১২৩৮৩ তারিখ-২৯.০৬.২০১০ ইং মুলে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশের প্রেক্ষিতে তিনি গত ২১.০৭.২০১০ ইং তারিখ সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী স্মারক নং দুদক/(বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১)/০৭/২০১০ (ঢাকা মেট্রো)/১৫৫৯৫ তারিখ-১৮/১০/২০১০ মুলে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ঘোষিত স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রাপ্ত তথ্যাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তার মোট অর্জিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৬,৬৮,০০০/- টাকা এবং ঘোষিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৪,২৮,০০০/- টাকা। অতএব গোপনকৃত সম্পদের পরিমান (৬৬,৬৮,০০০-৬৪,২৮,০০০)= ২,৪০,০০০/- টাকা।* *দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইকালে ফ্ল্যাট নং ১/বি, নন্দন গার্ডেন, প্লট নং ২৬, রোড নং-৬, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা, ১৪৬২ বর্গফুট (কার পার্কিং সহ) ক্রয়ে ২৬,৪০,০০০/- টাকা ফ্ল্যাট নং-২বি, লেক ব্লুজম, প্লট নং-৮, রোড নং-১, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকায় ১৫০০ বর্গফুট (কার পার্কিং সহ) ক্রয়ে ২৮,০০,০০০/- টাকা, তেতুলিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহে দাগ নং ১০,১১,৪০,৪১,৪২-তে ২৭.৭৮ শতাংশ জমি ক্রয়ে ২,২৮,০০০/- টাকা এবং মেপেল গার্ডেন, ফ্ল্যাট নং বি-৩, বাড়ী, নং-১২/৩, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা ৬৮০ বর্গফুট ফ্ল্যাট ক্রয়ে ১০,০০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৬৬,৬৮,০০০/- টাকা বিনিয়োগের তথ্য পাওয়া যায়। ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ এবং নন্দন কানন হাউজিং লিঃ এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ডেল্টা ব্রাক হাউজিং লিঃ হতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির (১ম পক্ষ ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ২য় পক্ষ নন্দন কানন হাউজিং লিঃ এবং ৩য় পক্ষ মমতাজ বেগম)-এর মাধ্যমে বর্ণিত ফ্ল্যাট ২টি মর্টগেজ রেখে গত ফেব্রুয়ারী/২০০৬ মাসে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হন এবং উক্ত ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা চুক্তি অনুযায়ী ডিবিএইচ হতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সরাসরি নন্দন কানন হাউজিং কর্তৃপক্ষ গত ২৮/০২/০৬ ইং তারিখ প্রাপ্ত হন। ফ্ল্যাট দুটো ক্রয়ের সময়কাল ২০০৫ ইং হতে ২০০৭ ইং সনের মধ্যে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী/০৬ তারিখ উক্ত ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি মেপেল গার্ডেনের ফ্লাট ক্রয়ের ১০,০০,০০০/- টাকার বিপরীতে ১৯টি ধারায় কর পরিশোধ করেছেন। ফলে ৬৬,৬৮,০০০/- টাকার সম্পদ অর্জনে তার বৈধ উৎস পাওয়া যায় (২০,০০,০০০+১০,০০,০০০)= ৩০,০০,০০০/- টাকা। এতে তার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভুত (৬৬,৬৮,০০০-৩০,০০,০০০)= ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি (৬৬,৬৮,০০০-৬৪,২৮,০০০)= ২,৪০,০০০/- টাকার তথ্য গোপন করেছেন।

এমতাবস্থায়, মিসেস মমতাজ বেগম (৪৮), স্বামী জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, বর্তমান ঠিকানা বাসা নং ৩৬৬, নীচতলা ডানদিকে, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, তেজগাঁও, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-তেতুলিয়া, উপজেলা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ ২,৪০,০০০/- টাকা গোপন সহ মোট ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার স্থাবর সম্পদ অসৎ উপায়ে অর্জন করে নিজ দখলে রেখেছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন, যা তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ। ফলে ২,৪০,০০০/- টাকার তথ্য গোপন করাসহ ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত স্থাবর সম্পদ অর্জনের দায়ের তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় একটি মামলা রুজুর অনুরোধ করছি।

দুর্নীতি দমন কমিশন মামলাটি তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার তারিখঃ ২০০৪ হতে অদ্যাবধি।

ঘটনার স্থানঃ দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গা।

বিনীত-

স্বা/-মোহাম্মদ ইব্রাহিম
২৪/০৫/১১
সহকারী পরিচালক (বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১)
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত-১, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-০৫/১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৬.০৯.২০১৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''প্রসিকিউশন পক্ষে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন হল এই যে, মিসেস মমতাজ বেগমকে বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, বাংলাদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ষ্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-দুদক/(অনুঃ ও তদন্ত-৩)/ ৩৮-২০০৯ (ঢাকা মেট্রো)/ ১২৩৬৩, তারিখ- ২৯/০৬/২০১০ ইং মূলে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশের প্রেক্ষিতে তিনি গত ২১/০৭/২০১০ইং তারিখ সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর সম্পদ বিবরনী দাখিল করেন। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ঘোষিত স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রাপ্ত তথ্যাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তার মোট অর্জিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৬,৬৮,০০০/- টাকা এবং ঘোষিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৪,২৮,০০০/- টাকা। অতএব, গোপনকৃত সম্পদের পরিমান (৬৬,৬৮,০০০-৬৪,২৮,০০০) = ২,৪০,০০০/- টাকা গোপন সহ মোট ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার স্থাবর সম্পদ অসৎ উপায়ে অর্জন করে নিজ দখলে রেখেছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন, যা তাহার জ্ঞাত আয়েত উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ন। ফলে ২,৪০,০০০/- টাকার তথ্য গোপন করা সহ ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর সম্পদ অর্জনের দায়ে তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা মোতাবেক অপরাধ করেছেন। *বাদীর উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ রমনা মডেল থানার ডিউটি অফিসার এ.এস. আই. মোসাঃ রাহিমা বেগম প্রাপ্ত হইয়া এজাহার কলাম পূরন পূর্বক রমনা মডেল থানার মামলা নং-৫৯ তাং ২৪/০৫/১১ইং; ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা রুজু করেন এবং অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর তফসীলভূক্ত অপরাধ হওয়ায় মামলার তদন্ত কার্য তৎকালীন দূর্নীতি দমন ব্যুরো এর পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম, উপ পরিচালক, দুদক, ঢাকা- ১, এবং পরবর্তীতে মোঃ শহিদুল আলম সরকার, সাবেক সহকারী পরিচালক, দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে দুদক সাজেকা পাবনা পরিচালনা করেন।* *তদন্ত কর্মকর্তা বাদী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজাদি পর্যালোচনা করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন ও রেকর্ডসমূহ জব্দ করেন। তদন্তকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও কাগজাদি পর্যালোচনায় আসামী মমতাজ বেগম এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমতি চাহিয়া সাক্ষ্যের স্বারকলিপি দাখিল করেন। পরবর্তীতে দুদক, প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্বারক নং- দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/সি/১৫-২০১১/ঢাকা মেট্রোঃ/৩৩৯৬১, তারিখ ১২/১১/২০১৭ ইং মূলে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া রমনা মডেল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

থানার অভিযোগপত্র নং-৪৭৮; তারিখ ২২/১১/২০১৭ ইং দাখিল করেন।

মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা বিচারিক আদালতে নথিটি প্রেরনের নিমিত্তে বিজ্ঞ সি.এম.এম. এর নিকট প্রেরন করেন। বিজ্ঞ সি.এম. এম. নথি প্রাপ্তির পর মামলাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা বরাবরে প্রেরন করেন। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মামলার নথি প্রাপ্ত হইয়া মামলাটি বিচারার্থে আমলে লইয়া বিচার নিস্পত্তির জন্য অত্র আদালতের প্রেরন করেন।

অত্রাদালতে নথি প্রাপ্ত হইয়া বিগত ০৭/০৬/২০১৮ইং তারিখে শুনানী অন্তে আসামী মমতাজ বেগম এর উপস্থিতিতে তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বিচার
প্রার্থনা করেন।

মামলার শুনানী শুরু হইলে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ মোট ০৭ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন পূর্বক পরীক্ষা করেন এবং উক্ত সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয় রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হওয়ার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষার জন্য লওয়া হইলে আসামীপক্ষ হইতে কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবেন না কাগজাদি দাখিল করিবেন না মর্মে জানায় ।

<u>সিদ্ধান্তের বিষয়</u>

১। এই আসামী মিসেস মমতাজ বেগম তাহার দাখিলী সম্পদ বিবরনীতে ০৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ১২০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন সহ ৪৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ১২০ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করিয়া নিজ ভোগ দখলে রাখিয়াছে কিনা?

২। এই আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারার অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা এবং আসামীকে উক্ত ধারায় শাস্তি দেওয়া যায় কিনা?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ</u>

<u>বিচার্য বিষয়ঃ ১-২ঃ</u>

আলোচনায় সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে লওয়া হইল। প্রথমেই রাষ্টপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ মোঃ ইব্রাহিম জবানবন্দিতে বলেন, মিসেস ৫ মমতাজ বেগম, স্বামী আতিকুল ইসলাম, ৩৬৬/নীচতলা, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়াটার, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবরে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দূর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-১২৩৬; তাং-২৯/০৬/১০ইং মুলে সম্পদ বিবরনী দাখিলের আদেশ হইলে তিনি ২১/৭/১০ ইং তারিখে সম্পদ বিবরনী কমিশনের সচিব বরাবরে দাখিল করে। (স্মারক নং-১২৩৬৩ মুলের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী প্রদ: ১) *আসামী ফরোয়াডিং সহ সম্পদ বিবরনী দাখিল করে।* *আসামী সম্পদ বিবরনী দাখিলের বিবরনী দাখিলের পর এই সাক্ষীকে যাচাই/বাছাই কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করে। তিনি আসামীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী যাচাইকালে ফ্ল্যাট নং-১/বি, নন্দন গার্ডেন (প- ট নং- ২৬, রোড নং-০৬, সেক্টর-০৩) উত্তরা ঢাকায় ১৪৬২ বর্গফুট কার পার্কিং সহ ২৬,৪০,০০০/- টাকা, ফ্ল্যাট নং-২বি, লেক ব্লুজম (প্লট নং ০৮, রোড নং-০১, সেক্টর-১০) উত্তরা ঢাকায় ১৫০০ বর্গফুট কার পার্কিং সহ ২৮,০০,০০০/- টাকা, তেতুলিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহে দাগ নং- ১০, ১১, ৪০, ৪১, ৪২। ৩২৭৭৮ জমি ২,২৮,০০০/- টাকা এবং মেপেল গার্ডেনের ফ্ল্যাট নং বি-৩, বাড়ী নং-১২/৩ পশ্চিম নাখাল পাড়া, তেজগাঁও ঢাকা ৬৮০ বর্গফুট ১০,০০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৬৬,৬৮,০০০/- টাকার বিনিয়োগ পাওয়া যায়। তিনি ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে এবং নন্দন কানন হাউজিং লিঃ ফ্ল্যাট বন্ধক রেখে ২০,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। আসামী মেপেল গার্ডেনের ফ্ল্যাট ক্রয়ের ১০,০০,০০০/- টাকার উপর আয়কর আইনের ১৯ (বি) ধারামতে কর পরিশোধ করে। তাহার ৬৬,৬৮,০০০/- টাকার মধ্যে ৩০,০০,০০০/- টাকার বৈধ উৎস পাওয়া যায়। ফলে তাহার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ পাওয়া যায় (৬৬,৬৮,০০০-৩০,০০,০০০)=৩৬,৬৮,০০০/-টাকা। আসামী ৬৪,২৮,০০০/- টাকার সম্পদের ঘোষনা দিলেও তাহার মোট সম্পদ পাওয়া যায় ৬৬,৬৮,০০০/- টাকা। এক্ষেত্রে তার সম্পদের তথ্য গোপন পাওয়া যায় ৬৬,৬৮,০০০-৬৪,২৮,০০০=২,৪০,০০০/- টাকা। উপরোক্তভাবে আসামীর সম্পদের তথ্য গোপন সহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করায় তিনি মামলা রুজুর সুপারিশ করে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন মামলা রুজুর অনুমোদন দেয়। (এজাহার দায়েরের অনুমোদন সংক্রান্ত স্মারক নং-৯৫২০, তাং- ১৬/৫/১১ইং, প্রদ: ২)। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি রমনা মডেল থানায় আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় এজাহার দায়ের করেন। (এজাহার প্রদঃ ৩ ও স্বাক্ষর প্রদ: ৩/১)* *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এজাহার কম্পিউটার অপারেটর করিয়াছে। ইহা সত্য যে, এজাহারে অপারেটরের নাম উল্লেখ নাই।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০০৪ সাল থেকে অদ্যবধি ঘটনার কাল এজাহারে বর্নিত আছে। ঘটনার তারিক বর্নিত হয় নাই। ২০০৪ সাল থেকে কোন ঘটনা ঘটে নাই একথা এজাহারে বলা হয় নাই মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। মামলার এজাহার দায়ের পর্যন্ত ঘটনাকাল ১১ বৎসর। এজাহারে বর্নিত ফ্ল্যাটগুলো কোন তারিখে খরিদ করেছে তাহা এজাহারে উল্লেখ করেন নাই। এজাহারে বর্নিত সম্পত্তির দলিল নম্বর ও তারিখ উল্লেখ নাই বা এজাহারের সাথে সম্পদের কোন কাগজাদি তালিকা করেন নাই মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য বলিয়া জেরায় স্বীকার করেন। ঘটনাস্থল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট মর্মে বলিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। এই আসামী কর্তৃক ০৩ টি ফ্ল্যাট ও জমি ক্রয়ের দলিলাদী রেজিস্ট্রী করতে ১০,০০,০০০/- টাকা খরচ হয় কিনা তাহা তাহার জানা নাই। আসামী আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে নাই বা সম্পদের তথ্য গোপন করে নাই বা তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে সাজেশন দিলে তাহা তিনি সত্য নয় মর্মে অস্বীকার করেন। *রিকল করিয়া জবানবন্দী, আসামী মমতাজ বেগমের দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনীর কপি তিন পাতা আদালতে দাখিল করেছেন। (প্রদ:১২ সিরিজ)।* *রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-২ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ১১/০৮/১৬ইং তারিখে তিনি রক সার্কেল-২৯৮, কর অঞ্চল-১৪ তে সহকারী কমিশনার পদে কর্মরত থাকাকালে বেলা ১২:৩০ ঘটিকায় তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল আলম সরকার তাহার উপস্থাপন মতে মিসেস মমতাজ বেগম নামীয় ইটিআইএন নং-১৭৪৪৬০৫৩০৪০৬ আয়কর নথি জব্দ করে তাহার জিম্মায় দেয়। (জিম্মানামা প্রদ: ৪ ও স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/১)। জব্দকৃত (১) ২০১০-২০১১ করবর্ষে, স্বনির্ধারনী দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন সহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ১২ পাতা ও (২) ২০১১-২০১২ কর বর্ষের স্বনির্ধারনী আয়কর রিটার্ন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র ০৮ পাতা এবং (৩) ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ করবর্ষের আদেশ পত্র দাখিল করেছেন। (প্রদ: ৫ সিরিজ)* *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামীর দাখিলী আয়কর রিটার্ন সংক্রান্তে তাহারা কোন মামলা করেন নাই। আসামীর দাখিলী আয়কর রিটার্ন যাচাই করে সঠিক পাওয়ার প্রশ্নে জানায় যে, তখন ছিল না। ২০১০-২০১১ সাল থেকে এই আসামী অদ্যবধি রিটার্ন দিয়ে আসছে বলিলে তাহা সত্য মর্মে স্বীকার করেন।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ মোঃ সিরাজুল করিম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ০৯/১০/১৭ইং তারিখে তিনি সদর রোড রেকর্ড রুম, ঢাকাতে কর্মরত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকাকালে দূর্নীতি কমিশন জেলা রেজিষ্ট্রার ঢাকার নিকট ২৪/১১/২০০৮ইং তারিখে ১১৯৮৫ নং দলিলের মূল্য ও রেজিষ্ট্রেশন খরচ ইত্যাদির তথ্য চায়। জেলা রেজিষ্ট্রার ০৪/১০/১৭ইং তারিখে ৯১২৮ নং স্মারকে তাহাকে তথ্য দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য ০৯/১০/১৭ইং তারিখে স্মারক নং ১০২২/আর মুলে। জেলা রেজিষ্ট্রার বরাবরে প্রেরন করেন। (স্মারক নং ১০২২/আর প্রদঃ ৬ ও স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/১)। জেলা রেজিষ্ট্রার পরবর্তীতে ১০/১০/১৭ ইং তারিখে স্মারক নং-৯৩৫৩ মুলে দূর্নীতি দমন কমিশন প্রেরন করেন। (প্রদঃ ৭) *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি রেজিস্ট্রেশন খরচ, ভ্যাট ও উৎস কর বেশি দেখিয়েছেন মর্মে সাজেশন দিলে সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। তাহার প্রেরিত তথ্যে বালাম নং- এবং বালামের পাতা নং উল্লেখ করেন নাই ।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৪ মোঃ আমজাদ হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ১১/০৮/১৬ইং তারিখে সার্কেল ২৯৮, কর অঞ্চল-১৪ তে কর্মরত থাকাকালে তদন্ত কর্মকর্তা তাহার সামনে সহকারী কর কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনমতে মিসেস মমতাজ বেগমের নামীয় আয়কর নথি যার ইটিআই এন নং-১৭৪৪৬০৫৩০৪০৬ জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন। (স্বাক্ষর প্রদ: ৪/২)* *আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করে নাই ।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৫ মোঃ মোস্তাফিজুর রহামান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ১৪/০৬/১৪ ইং তারিখে তিনি একই পদে কর্মরত থাকাকালে দূর্নীতি দমন কমিশনের মোঃ শফিকুল আলম সরকার ১১:৩০ ঘটিকায় তাহার কার্যালয়ে এসে তাহার চাহিদা মতে তাহাদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক মিসেস মমতাজ বেগম এবং মফিজুর রহমানের নামে উত্তরা আবাসিক এলাকার ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট নং-২/বি (তৃতীয় তলার পূর্ব পাশে) বাড়ী নং-০৮, রোড নং-০১, সেক্টর ১০, উত্তরা ঢাকার সংশ্লিষ্ট নথি যাহার মধ্যে ১-৫২ পর্যন্ত পাতা আছে তন্মধ্যে (৩১-৩৬) পাতা ফ্ল্যাট সংক্রান্ত গত ২৪/০১/০৬ ইং তারিখে নন্দন কানন হাউজিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহেদ মাছুদ ও মিসেস মমতাজ বেগম দ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত Enexture Agreement, Agreement of allotment of apartment, (38-47) পাতায় বর্নিত ফ্ল্যাট ক্রয় সংক্রান্ত উত্তরা সাব রেজিস্ট্রী অফিসের গত ২৪/১০/০৭ ইং তারিখে ১১৯৮৫ এর ফটোকপি সহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি আছে (২) মিসেস মমতাজ বেগমের স্বামী আতিকুল ইসলামের নামে উত্তরা আবাসিক এলাকায় ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট নং-২/বি, ২০ তলার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে বাড়ী নং ২৬, রোড*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং-০৬, সেক্টর ৩, উত্তরা ঢাকার সংশ্লিষ্ট নথি যাহাতে (১-৪৮) পর্যন্ত পাতা আছে। এর মধ্যে ১৯-২৫ পাতার ফ্ল্যাট ক্রয় সংক্রান্ত গত ২৪/০১/২০০৬ তারিখের নন্দন কানন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহেদ মাছুদ ও মিসেস মমতাজ বেগমের মধ্যে সম্পাদিত Enexture 2 Agreement, Agreement of allotment of apartment সহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উপস্থাপন করিলে তাহা ১১-৩০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দকৃত রেকর্ডপত্র জব্দ তালিকা ও জিম্মানামা প্রস্তুত করে তাহার জিম্মায় প্রদান করা হয়। (জব্দ তালিকা প্রদঃ৮ ও স্বাক্ষর প্রদঃ ৮/১)। যে রেকর্ডপত্র তাহার নিকট জিম্মায় ছিল তাহা আদালতে দাখিল করিয়াছে। (দাখিলী রেকর্ডপত্র প্রদঃ ৯ সিরিজ)। *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মমতাজ বেগম ০২ ফ্লাট ক্রয় করে। একটি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রী করেন এবং অপরটি রেজিস্ট্রী করেন নাই। প্রথম ১০ নং সেক্টরে দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বের ফ্ল্যাট ০২ টি বাড়ী নং-৮, এই ফ্ল্যাটটি রেজিস্ট্রী করেন। অপরটি রেজিস্ট্রী করেন নাই। যে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রী করেন নাই সেই ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা। যে ফ্ল্যাটটি ক্রয় করেছে তাহার মূল্য ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা Agreement তবে দলিল মূল্য ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।* *রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৬ মোঃ মাসুদুর রহমান ভূঁইয়া তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৪/০৬/২০০৭ ইং তারিখে তিনি একই পদে কর্মরত থাকাকালীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ শহিদুল আলম তাহাদের অফিসে এসে তাহার চাহিদা মতে তাহাদের মার্কেটিং ও কাটম্যান রিলেশন এক্সিকিউটিভ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তাহাদের প্রতিষ্ঠানের ফ্ল্যাট গ্রাহক মিসেস মমতাজ বেগম ০২ টি ফ্ল্যাট (১) ফ্ল্যাট নং-২/বি, ৩য় তলার দক্ষিণ পূর্ব পাশে বাড়ী নং-৮, রোড নং- ১, সেক্টর ১০ উত্তরা আবাসিক এলাকা এবং (২) ফ্ল্যাট নং-২/০৮, ৩য় তলার দক্ষিণ পূর্ব পাশে, বাড়ী নং-২৬, রোড নং-০৬, উত্তরা আবাসিক এলাকা ঢাকা, উপস্থাপন করিলে সেই সময় তিনি সহ তাহাদের অফিসের এইচ, এম আর এ্যাডমিন বিভাগের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আবিদ খানের উপস্থিতিতে দুদকের কর্মকর্তা ০১:৩০ ঘটিকার সময় জব্দ তালিকা সম্পাদন করেন। তিনি ও আবিদ খান উক্ত জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। (জব্দ তালিকা প্রদঃ ৮ ও স্বাক্ষর প্রদ:৮/২)। আবিদ খান একই অফিসে চাকুরী করে তাহার স্বাক্ষর তিনি চিনেন। (তাহার স্বাক্ষর প্রদ: ৮/৩)। জব্দ তালিকায় ৪ নং ক্রমিকে ৪/১ ও ৪/২ ক্রমিকে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।* *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ২০১২ সালের*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জানুয়ারী মাসে যোগদান করেন। রেকর্ড মতে তিনি জানেন যে, নন্দন কাননের হাউজিং হতে মমতাজ বেগম একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করে। দুইটি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রী করে কিনা তা জানেন না। ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন না। *রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৭ মোঃ শহিদুল আলম সরকার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি এই মামলায় ২য় তদন্তকারী কর্মকতা। দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকার সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন দুদক প্রধান কার্যালয় স্মারক নং-দুদক/বিঃ/অনুঃ/তদন্ত-১/সি-১৫/২০১১/ঢাকা মেট্রো/ ১১৮৫৭, তাং- ০৮/০৩/১৬ইং মুলে মামলাটি তদন্ত সূত্রে তাহার নিকট হাওলা করে। তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়োগপত্র প্রদ: ১০)। তিনি গত ১০/০৩/১৬ইং তারিখে তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তভার গ্রহণ পূর্বক পূর্বেকার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করেন। জব্দ তালিকা তাং-১১/০৮/১৬ইং সময় ১২:৩০ মিনিট মতে উপকর কমিশনার কার্যালয় সার্কেল ২৯৮ নং, কর অঞ্চল- ১৪, ঢাকা হইতে আসামী মিসেস মমতাজ বেগম এর ইটিআইএন নং-১৭৪৪৬০৫৩০৪০৬ এর আয়কর, (২০১০-২০১১) (২০১১-২০১২) কর বর্ষের আয়কর রিটার্ন ও আদেশ পত্র জব্দ করেন। (জব্দ তালিকা প্রদ: ৯ এবং স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/৩)। জব্দ তালিকা ১৪/০৬/১৭ইং, সময়- ১১:৩০ মিনিট মূলে নন্দন কানন হাউজিং বাড়ী নং-১৪৮, রোড নং- ১৩/বি, ব্লক-ই কলোনী, ঢাকা হতে আসামী মিসেস মমতাজ বেগমের নামে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট নং-২/বি, ২য় তলা দক্ষিণ পূর্ব পাশে বাড়ী নং-০৮, রোড নং- ০১, সেক্টর ১০, উত্তরা। ফ্ল্যাট ক্রয় সংক্রান্ত নথি (১০-৫২) নং জব্দ করেন। অপর একটি নথি ফ্ল্যাট নং-২/বি, ৩য় তলা দক্ষিণ পশ্চিম পাশ। বাড়ী নং-২৬, রোড নং-০৬, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা ক্রয় সংক্রান্ত (০১-৪৮) পাতার নথি উপস্থিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করেন। (জব্দ তালিকা প্রদ:৮, স্বাক্ষর প্রদ: ৮/৪)। তদন্ত কালে জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়, ঢাকা, তাহার চাহিদা মতে উক্ত কার্যালয়ের স্মারক নং-৯৩৫৩, তাং- ১০/১০/১০ইং মুলে সাব রেজিস্ট্রার সদর রেকর্ড রুম ঢাকা এর স্মারক নং- ১০২২/৮, তাং- ০৯/১০/১৭ইং মুলে প্রাপ্ত রেকর্ড পত্র তাহার বরাবরে স্মারক নং- ৯৩৫৩ মুলে প্রেরন করেন (প্রদঃ৭)। মামলার তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্র জব্দকৃত আলামত প্রভৃতি পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, আসামী মিসেস মমতাজ বেগম ২১/০৭/২০১০ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনে তাহার নামে দাবিকৃত সম্পদ বিবরনী দাখিল করেন। তাহার প্রতি জারীকৃত নোটিশের প্রেক্ষিতে সম্পত্তির বিবরনী দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাদের সরবরাহকৃত ছকে তিনি সম্পদ বিবরনী দাখিল দেন যাহা আদালতে প্রদ: ১ হিসেবে চিহ্নিত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে। আসামীর সরবরাহকৃত সম্পদ বিবরনী নথিস্থ আছে। আসামী মিসেস মমতাজ বেগম দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ফ্ল্যাট নং-২/বি, নন্দন গার্ডের, প্লট নং ২৬, রোড নং-০৬, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা, ফ্ল্যাটটির মূল্য ২৬ লক্ষ টাকা যাহা পরিশোধিত মর্মে উল্লেখ করেন। তদন্তকালে দেখা যায়, উক্ত ফ্ল্যাটের মূল্য বাবদ ২৬,৪০,০০০/-টাকা পরিশোধ করেছেন। এক্ষেত্রে ৪০,০০০/- টাকার তথ্য গোপন করা হইয়াছে। *২) ফ্ল্যাট নং-২/বি, লেক ব্লুজম, ফ্ল্যাট নং-০৮, রোড নং-০১, সেক্টর-১০, উত্তরা ঢাকা ফ্ল্যাটের মূল্য ২৬,০০,০০০/- টাকা মর্মে সম্পদ বিবরণীতে উল্লেখ করেন। সম্পদ বিবরনী যাচাইকালে দেখা যায় যে, তিনি ২৭,২৩,৬৬০/- টাকা ফ্ল্যাটের মূল্য বাবদ পরিশোধ করেছেন এবং রেজিঃ খরচ বাবদ ২,১৯,৪৬০/- টাকা ব্যয় করেছেন। ফলে যাচাই কালে ফ্ল্যাটটির মূল্য পাওয়া যায় ২৯,৪৩,১২০/- টাকা। এক্ষেত্রে তিনি ৩,৪৩,১২০ টাকা মূল্যের তথ্য সম্পদ বিবরণীতে গোপন করেন।* *৩) মৌজা তেতুলিয়া, থানা- গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ, ৯৪৪,০০০/- টাকা মুল্যের স্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেন। তদন্ত কালে রেজিস্ট্রীসহ উক্ত সম্পত্তির মূল্য ১১,০০০/- টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেন।* *৪) মেপাল গার্ডেন, নাখাল পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা ফ্ল্যাট নং-বি/৩, এর ক্রয় মূল্য ১০,০০০/- প্রদান করেন, যাচাইকালে তাহা সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।* *৫) দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনীতে আসামী মমতাজ বেগম মোট ৬২,৯৪,০০০/- টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ বিবরনী যাচাই/ তদন্তকালে তার নামে মোট ৬৬,৮৮,১২০/- টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। ফলে মামলার তদন্তকালে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রদানের দেখা যায় যে, আসামী মমতাজ বেগম দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনীতে ৩,৯৪,১২০/- টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ অর্জনের মিথ্যা তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন। অপর দিকে আসামী ১,১০,০০০/- টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের তথ্য দাখিল করেন। যাহা গ্রহণ যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মামলার তদন্তকালে দেখা যায় যে, আসামী মমতাজ বেগম ২০০৪-২০০৭ সালের মধ্যে বর্নিত স্থাবর সম্পদ গুলি অর্জন করেন। তিনি ২০১০-২০১১ করবর্ষে আয়কর নথি খুলেন। মামলার তদন্তকালে দেখা যায় যে, ডেল্টা ফাইন্যান্স করপোরেশন লিঃ হতে ২০ লক্ষ টাকা গত ২৮/০২/২০০৬ইং তারিখে গ্রহণ করেন। সম্পদ অর্জন কালীন সময় ২০ লক্ষ টাকা ছাড়া আসামীর কোন বৈধ আয় পাওয়া যায় নাই। আসামীর আয়ের সমর্থনে আর কোন কাগজপত্র ছিল না বা দাখিল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আয়কর নথিতেও পূর্বের সম্পদ অর্জন সম্পর্কে কোন বক্তব্য নাই বা গ্রহণ যোগ্য আয়ের উৎস উল্লেখ নাই। সুতরাং মামলার তদন্তকালে অর্জিত সম্পদ ৬৬,৬১,১২০/- টাকা ট্যাক্সের বিবরনীতে প্রকৃত আয় পাওয়া যায় ২০ লক্ষ টাকা। ফলে তিনি ৪৬,৮৮,১২০/- টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত বা অবৈধ আয় দ্বারা অর্জন করেছেন মর্মে সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। মামলার তদন্তকালে আসামীর বিরুদ্ধে ৩,৯৪,১২০/- টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন ও কর কমিশনে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং ৪৬,৮৮,১২০/টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অবৈধ আয় অর্জনে অভিযোগ বিজ্ঞ আদালতে চার্জ শীট দাখিলের জন্য সুপারিশ করলে সাক্ষ্যের স্মারক ভিপি কমিশনে দাখিল করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকা, স্মারক নং- দুদক/বি/অনুঃ তদন্ত-১/সি-১৫/২০১১/ টাকা মেট্রো/ ৩৩৯৬১, তাং- ১২/১১/১৭ইং মুলে বিজ্ঞ আদালতে চার্জ শীট দাখিলের অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদন জ্ঞাপন পত্র প্রাপ্ত হয়ে আসামী মিসেস মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় রমনা মডেল থানার চার্জ শীট নং- ৪৭৮, তাং- ২২/১১/১৭, বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। (১১/১১/১৭ তাং, ৩৩৯৬১, নং- স্মারক প্রদ: ১১)। *আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, গত ১০/০৩/১৬ইং তারিখে তদন্তভার প্রাপ্ত হন। ঘটনা ২০০৪ সাল হতে সম্পদ ক্রয় শুরু ২০০৯ সালে অভিযোগ ২০১০ সালে মামলা হয়েছে। ২০/১০/০৪ সাল হতে ঘটনা শুরু। প্রথম ঘটনার সম্পদ অর্জন ২০০৪ সালে। ০৭ বছর পরে মামলা দায়ের হয়। মামলায় বর্নিত ফ্ল্যাট দুইটি উত্তরা থানার অন্তর্গত। ফ্ল্যাট ০২ টির রেজিস্ট্রী অফিস তেজগাঁও বা মামলার ঘটনাস্থল ডেমরা থানাধীন নহে মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য নয় মর্মে উল্লেখ করেন। এজাহারে বর্নিত ফ্ল্যাট গুলি ২৪/০১/০৬ইং তারিখে অর্জন করেছে। অপর ফ্ল্যাট ২০০৭ সালে অর্জিত। তাহার সম্পদ বিবরনী পর্যালোচনায় দেখা যায়। এই মামলার খসড়া মানচিত্র ও সুচীপত্র অংকন করেন নাই। প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এই মামলার তদন্তভার ৩০/০৬/১১ইং তারিখ গ্রহণ করেন। প্রথম তদন্তভার নেবার পর দীর্ঘ ছয় বা সাড়ে ছয় বছর পর চার্জ শীট দেওয়া হয়। এজাহারে বর্নিত সম্পত্তি রেজিস্ট্রী করতে আসামীর টাকা খরচ হয়। আসামীর ৩০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ আছে। মামলায় কাগজ নন্দন কানন হাউজিং লিমিটেড বাড়ী নং-১৪৮, ৩য় তলাতে, রোড নং-১৩/বি, ব্লক-ই, বনানী,ঢাকা। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন উপকর কমিশনার কার্যালয় সার্কেল ২৯৮, কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা হইতে জব্দ করা হয়। দুদক অফিস হইতে কোন কিছু জব্দ করেন নাই। তিনি ও প্রথম আই/ও আসামী ১৬১ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করেন তা সি/এস এ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লিপিবদ্ধ নাই মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। চার্জশীট ছয় পাতার স্থাবর সহ ৪ নং কলামে আসামীর সম্পদ রেজিস্ট্রী হয় নাই বিধায় সম্পদ অর্জনের তারিখ উল্লেখ নাই। এই সাক্ষ্যে সম্পদ অর্জনের তারিখি বলিয়াছে তাহা মিথ্যা মর্মে সাজেশন দিলে সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। সম্পদ বিবরনী দেখে চার্জ শীট দিয়েছে বা তিনি কোন কিছু তদন্ত করেন নাই মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। ছকের ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সম্পত্তির মালিক তাহা জব্দকৃত ডকুমেন্টে প্রমানিত। ২৪/০১/০৬ ইং তারিখে আসামী কোন সম্পদ অর্জন করেন নাই চার্জ শীট উত্তোলিত সম্পদ অর্জনের তারিখ ২৪/০১/০৬ তারিখ করেছে তাহাকে আসামী ও ডেভেলপারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়। চুক্তির পর আসামীর নামে দলিল রেজিস্ট্রী হয় নাই। আসামী টাকা পরিশোধ করতে পারেন নাই জন্য ফ্ল্যাট নেয়া হয়নি বা তাহার চার্জ শীটে সম্পদ অর্জনের তারিখ নাই বা মন্তব্যের কলামে কিছু উল্লেখ করেন নাই ইত্যাদি সাজেশন সত্য নয় মর্মে জেরায় অস্বীকার করেন। তিনি চার্জশীট যখন দাখিল করেন তখন পাবনাতে পোস্টিং। তিনি পাবনাতে পোস্টিং হবার পর এই চার্জশীট দাখিলে আইনগত অধিকারী না বা কথিত মামলার ঘটনাস্থল দুদক অফিস নহে মর্মে সাজেশন দিলে সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। চার্জশীট মতে এই আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন মামলা নাই। তিনি সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই বা মামলার তদন্ত সঠিকভাবে করলে এই আসামী অব্যাহতি পাইতো বা তিনি দুদকের কর্মকর্তা বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে সাজেশন দিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া অস্বীকার করেন। *মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহারের বিবরন হল এই যে, মিসেস মমতাজ বেগম গত ২১/০৭/২০১০ ইং তারিখ সচিব দূর্নীতি দমন কমিশন বরাবর সম্পদ বিবরনী দাখিল করেন। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনীতে ঘোষিত স্থাবর সম্পদের বিরবণ, প্রাপ্ত তথ্যাদি ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তার মোট অর্জিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৬,৬৮,০০০/- টাকা এবং ঘোষিত স্থাবর সম্পদের পরিমান ৬৪,২৮,০০০/- টাকা। অতএব, গোপনকৃত সম্পদের পরিমান (৬৬,৬৮,০০০-৬৪,২৮,০০০) =২,৪০,০০০/- টাকা গোপন সহ মোট ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার স্থাবর সম্পদ অসৎ উপায়ে অর্জন করে নিজ দখলে রেখেছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন, যা তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ন। ফলে ২,৪০,০০০/-টাকার তথ্য গোপন করা সহ ৩৬,৬৮,০০০/-টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর সম্পদ অর্জনের দায়ে তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা মোতাবেক অপরাধ করেছেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগের সমর্থনে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ ইব্রাহিম এজাহারকারী হিসেবে এজাহারকে সমর্থন করিয়া জবানবন্দী প্রদান করিয়াছে। আসামীর প্রদত্ত আয়কর রিটার্ন সম্পর্কে পি ডব্লিউ-২ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসামী মিসেস মমতাজ বেগম ২০১০, ২০১১,২০১২ কর বর্ষের স্বনির্ধারনী আয়কর রিটার্ন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র (প্রদঃ৫ সিরিজ) দাখিল ক্রমে আসামীর কর পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করিয়াছে। পি ডব্লিউ-৪ মোঃ আমজাদ হোসেন এর জবানবন্দীতে দেখা যায় ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পি ডব্লিউ-২ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আসামী মিসেস মমতাজ বেগম এর নামীয় আয়কর নথি (ইটি আই এন নং- ১৭৪৪৬০৫৩০৪০৬) জব্দতালিকা মুলে জব্দ করেন এবং উক্ত জব্দ তালিকায় এই সাক্ষী স্বাক্ষর করেন (স্বাক্ষর প্রদ: ৪/২)। *অত্র মামলায় দাখিলকৃত প্রদ: ১২ চিহ্নিত সম্পদ বিবরণীতে দেখা যায়, ১, ২ ও ৪ নং ক্রমিকের তেতুলিয়া মৌজার (গফরগাঁও ময়মনসিংহ), ২৭ ৭/৮ শতাংশ জমি আসামীর মালিকানাধীন হিসেবে উল্লেখ আছে। উক্ত ফ্ল্যাট ০৩ টির মূল্য যথাক্রমে ২৬ লক্ষ, ২৬ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা এবং জমির মূল্য ৯৪ হাজার টাকা। উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য (২৬,০০,০০০ + ২৬,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ + ৯৪,০০০)/-= ৬২,৯৪,০০০/- টাকা। উক্ত প্রদর্শনী হইতে আরও দেখা যায়, ফ্ল্যাট ক্রয়ের সময় আসামী ডিবিএইচ হইতে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। মামলার এজাহার এবং এজাহারকারী মোঃ ইব্রাহিম পি ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, আসামী ০৩টি ম্যাপল গার্ডেনে ফ্ল্যাট ক্রয়ের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার উপর কর পরিশোধ করিয়াছে। উক্ত ৩০ লক্ষ টাকা এজাহারকারীর উল্লেখিত মতে আসামী বৈধ উৎস হইতে অর্জন করিয়াছে। এজাহারকারী পি.ডব্লিউ-১, তদন্ত কর্মকর্তা পি ডব্লিউ-৭ শহিদুল আলম সরকার, সহকারী পরিচালক দুদক, পি ডব্লিউ-৬ ম্যানেজার নন্দন কানন হাউজিং সহ সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামীর ফ্ল্যাট ক্রয় ও জমি ক্রয় বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার বৈধ উৎস রহিয়াছে। অবশিষ্ট ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার কোন বৈধ উৎস আসামী পক্ষ দূর্নীতি দমন কমিশন এর দাখিলকৃত বিবরনীতে কিংবা মামলা চলাকালে প্রদর্শন করিতে পারে নাই ।* *দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(২) ধারা অনুসারে আসামী মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায়েরকৃত মামলার বিচার চলাকালীন আসামী তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ন স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করিয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির দখলে রহিয়াছে। এজাহার ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় আসামী মমতাজ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বেগম উক্ত আনীত অভিযোগে দোষী মর্মে অনুমান করা যায়। কেননা আসামী মমতাজ বেগম মামলা চলাকালীন তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। *এজাহারে ও পি ডব্লিউ-১ এজাহারকারীর সাক্ষে আসামী কর্তৃক ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সম্পত্তির তথ্য গোপন করার বিষয় দূর্নীতি দমন কমিশন আইন এর ২৬(২) ধারায় অভিযোগ আনায়ন করিলেও উক্ত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় নাই ফলে উক্ত ধারায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।* *<u>দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭ ধারা নিম্নরূপঃ-</u>* *জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পত্তির দখল।-(১) কোন ব্যক্তি তাহার নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকান অর্জন করিয়াছেন, যাহা অসাধু উপায়ে অর্জিত হইয়াছে এবং তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং তিনি উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতে নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ১০(দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদ কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অর্থ দন্ডের দন্ডনীয় হইবে; এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে।* *(২) উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত কোন অপরাধের বিচার চলাকালীন যদি প্রমানিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ নামে, বা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির নামে তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করিয়াছেন বা অনুরূপ সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত অনুমান করিবে যে (shall presume) যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধে দোষী, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উক্ত অনুমান খণ্ডন (rebut) করিতে না পারেন; এবং কেবল উক্তরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত কোন দণ্ড অবৈধ হইবে না।* *প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় বর্নিত মতে ৩৬,৬৮,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত স্থাবর সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার বিষয়টি আসামীপক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত প্রদঃ ১২ সিরিজ এবং এজাহারকারী পি ডবি উ-১, তদন্ত কর্মকর্তা পি ডব্লিউ-৬ সহ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগনের মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। ফলে আসামী মমতাজ বেগমকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা যায় এবং আসামী বর্নিত ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আসামী মহিলা এবং বয়োবৃদ্ধ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হওয়ায় তাহাকে বর্নিত ধারায় সর্বনিম্ন দণ্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এই মামলার আসামী মিসেস মমতাজ বেগম, স্বামী-মোঃ আতিকুল ইসলাম, বর্তমান ঠিকানা- ৩৬৬ (নিচতলা ডানদিকে), বাংলাদেশ ষ্টেশনারী অফিসার্স কোয়ার্টার, বাংলাদেশ ষ্টেশনারী কম্পাউন্ড, তেজগাঁও, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ- গ্রাম- তেতুঁলিয়া, উপজেলা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে ০৩(তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩৪, ২৮,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

আসামীর প্রতি আরোপিত অর্থদন্ড ৩৪,২৮,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা অদ্য হইতে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চালান যোগে জমা প্রদান পূর্বক চালানের কপি আদালতে দাখিল করার জন্য তাহাকে (আসামী) নির্দেশ দেওয়া গেল। ব্যর্থতায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৮৬ ধারার বিধানের আলোকে তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য।

আসামীর প্রতি সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হউক।

আসামীর বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, এর ২৬(২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হইল।

সাজাপ্রাপ্ত আসামী মিসেস মমতাজ বেগম এর প্রদত্ত সাজা কার্যকর করার নিমিত্তে অত্র আদেশের অনুলিপি বিজ্ঞ সি.এম.এম, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনার ঢাকা বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরন করা হউক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত-

স্বা:-অস্পষ্ট
(সৈয়দা হোসনে আরা)
১৬.০৯.২০১৯
বিশেষ জজ, বিশেষ জজ
আদালত-১, ঢাকা।

স্বা:-অস্পষ্ট
(সৈয়দা হোসনে আরা)
১৬.০৯.২০১৯
বিশেষ জজ, বিশেষ জজ
আদালত-১, ঢাকা।

সরকারি কর্মচারীগণের ঘুষ-দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্য কথায় সরকারি

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মচারীগণ কর্তৃক কোনো সরকারি কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ প্রতিরোধে ১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইনে তথা দন্ডবিধিতে ধারা ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯ সংযোজন করা হয়। উক্ত ধারাসমূহ ইংরেজী বিধায় গাজী শামছুর রহমান কর্তৃক দন্ড বিধির ভাষা হতে উক্ত ধারা সমূহের বাংলা অনুবাদ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- **"১৬১। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ :** যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া বা হইবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার জন্য বা সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য অথবা তদীয় সরকারী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে কোন ব্যাক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার সাধন করিবার জন্য বা করিবার উদ্যোগ করিবার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যেকোন ব্যক্তির নিকট হইতে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত যেকোন বকশিশ গ্রহণ করে বা অর্জন করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে - যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ব্যাখ্যা ঃ "সরকারী কর্মচারী" হইবার প্রত্যাশায় যদি কোন ব্যক্তি পদে সমাসীন হইবার প্রত্যাশা না করিয়া, সেই পদে সমাসীন হইবে এবং অন্যান্যদের উপকার সাধন করিবে এইরূপ প্রতারণার সাহায্যে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া বকশিশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে না । বকশিশ : "বকশিশ" শব্দটি আর্থিক বকশিশের বা অর্থের পরিমাণে হিসাবযোগ্য বকশিশের সজ্ঞায় সীমিত নহে। বৈধ পারিশ্রমিক : "বৈধ পারিশ্রমিক' শব্দাবলী কোন সরকারী কর্মচারী যে পারিশ্রমিক আইনানুগভাবে দাবি করিতে পারে তাহাতে সীমিত নহে বরং এইরূপ সমুদয় পারিশ্রমিক উহার আওতাধীন হইবে যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে । সম্পাদনের প্রতিদান বা পারিতোষিক ঃ কোন ব্যক্তি যাহা করিতে চায় না তাহা করিবার প্রতিদান হিসাবে বা যাহা সে করে নাই তাহা করিবার পারিতোষিক হিসাবে বকশিশ গ্রহণ করিলে, সে এই

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শব্দাবলীর আওতাধীন হইবে। উদাহরণ (ক) মুনসেফ ক ব্যাংকার খ-এর নিকট হইতে খ-এর অনুকূলে একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য ক-এর প্রতি পুরস্কার হিসাবে ক-এর ভাইয়ের জন্য খ-এর ব্যাংকে একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে। (খ) কোন এক বৈদেশিক শক্তির দরবারে বাণিজদূতের পদধারী ক উক্ত শক্তির মন্ত্রীর নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ইহাতে মনে হয় না যে, ক কোন বিশেষ সরকারী কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে উক্ত শক্তির প্রতি কোন উপকার করিবার বা উপকার করিবার উদ্যোগের জন্য প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় যে, ক তদীয় সরকারী কর্তব্যাদি পালনকালে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষেত্রে ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। (গ) সরকারী কর্মচারী ক ভ্রান্তভাবে খ-কে এই মর্মে বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করেন যে, সরকারের সহিত ক-এর প্রভাবে খ-এর জন্য একটি উপাধি অর্জন করা হইয়াছে এবং কাজেই ক এই উপকারের পারিতোষিক হিসাবে তাহাকে টাকা দেওয়ার জন্য খ-কে প্ররোচিত করেন। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন । **১৬৪। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করিবার শাস্তি ঃ** যে ব্যক্তি এইরূপ সরকারী কর্মচারী হইয়া যাহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী দুইটি ধারায় বর্ণিত যেকোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। উদাহরণ : ক একজন সরকারী কর্মচারী। ক-এর স্ত্রী খ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একটি চাকুরী দানের নিমিত্ত ক-কে অনুরোধ করিবার প্রতিদানরূপে একটি উপহার গ্রহণ করেন । ক তাহাকে অনুরূপ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন। খ অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। ক কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। **১৬৫। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ ঃ** যে ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী হইয়া এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যে ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হইবার সম্ভাবনাপূর্ণ যেকোন মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে জড়িত রহিয়াছে বা হইবে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা তাহার স্বীয় বা সে যেই সরকারী কর্মচারীর অধঃস্তন সেই কর্মচারীর কোন সরকারী কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সে জানে, অথবা এইরূপ ব্যক্তির নিকট যাহার অনুরূপ জড়িত ব্যাপারে স্বার্থ রহিয়াছে বা তাহার সহিত সম্পর্ক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রহিয়াছে বলিয়া সে জানে, তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, বিনামূল্যে বা এইরূপ মূল্যে যাহা যথাযথ নহে বলিয়া সে জানে কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ বা অর্জন করে এবং গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। উদাহরণঃ (ক) কালেক্টর ক, খ-এর একটি গৃহ ভাড়া নেয়। ক-এর আদালতে খ-এর একটি সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে । এই মর্মে চুক্তি করা হয় যে ক প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। গৃহটি এইরূপ যে সবিশ্বাসে দর কষাকষি করা হইয়া থাকিলে, ক-কে প্রতিমাসে দুইশত টাকা দিতে হইত। ক যথাযথ মূল্য প্রদান না করিয়া খ-এর নিকট হইতে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে । (খ) জজ ক এমন সময় খ-এর নিকট হইতে বাট্টায় কতকগুলি সরকারী প্রমিসরি নোট ক্রয় করেন যখন উক্ত নোটগুলি বাজারে অধিক হারে বিক্রয় হইতেছে। ক-এর আদালতে খ-এর একটি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে, ক যথাযথ মূল্য প্রদান না করিয়া খ-এর নিকট হইতে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (গ) মিথ্যা হরফের অভিযোগে খ-এর ভাইকে গ্রেফতার করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ক-এর আদালতে হাজির করা হয় ক খ-এর নিকট কতকগুলি ব্যাংক শেয়ার এমন সময়ে অধিক হারে বিক্রয় করেন, যখন উক্ত শেয়ারগুলি বাজারে বাট্টায় বিক্রয় হইতেছে। তদনুসারে খ ক-কে শেয়ারের অর্থ প্রদান করেন। ক কর্তৃক অনুরূপভাবে অর্জিত অর্থ একটি মূল্যবান বস্তু যাহা তিনি যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে অর্জন করিয়াছেন। **১৬৬। কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণঃ** যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার আচরণ সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে কিংবা অনুরূপ অমান্যতার দ্বারা সে কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া অনুরূপ নির্দেশ অমান্য করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। **উদাহরণঃ** কোন বিচারালয় কর্তৃক খ-এর অনুকূলে প্রদত্ত কোন ডিক্রি মিটাইবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য আইনতঃ আদিষ্ট পদস্থ কর্মচারী জ্ঞাতসারে আইনের নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি জানেন যে, উক্ত অমান্যতার সাহায্যে তিনি খ-এর ক্ষতিসাধন করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে কোন বিচারালয় কর্তৃক খ-এর অনুকূলে প্রদত্ত কোন ডিক্রি মিটাইবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য আইনতঃ আদিষ্ট পদস্থ কর্মচারী জ্ঞাতসারে আইনের নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি জানেন যে, উক্ত অমান্যতার সাহায্যে তিনি খ-এর ক্ষতিসাধন করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৬৭। ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়নঃ যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন দলিল প্রস্তুত বা অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত দলিলটি এইরূপে প্রস্তুত বা অনুবাদ করে যে সে উহা অশুদ্ধ বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে - যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। **১৬৮। সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়াঃ** যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয় সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। **১৬৯। সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা বা নিলামের দর হাঁকা ঃ** যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় না করা বা উহার জন্য নিলামে দর না হাঁকার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া, তাহার নিজের নামে বা অন্য কাহারও নামে যৌথভাবে বা অন্যদের সহিত অংশে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামে দর হাঁকে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে, উহা বাজেয়াফত হইয়া যাইবে । **অত:পর দন্ডবিধির উপরিল্লিখিত ধারা বলবৎ এবং কার্যকর থাকা সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৪৭ সালের ১১ মার্চ তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ ও দুর্নীতি অধিকতর এবং কার্যকর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ (আইন নং ১/১৯৪৭) প্রণয়ন করেন। উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে, অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ নিম্নে অবিকল অনুলেখন হলো ঃ-** *"An Act for the more effective prevention of bribery and corruption"* *Short title and extent* *1. (1) This Act may be called the Prevention of Corruption Act, 1947.*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(2) It extends to the whole of Bangladesh and applies to all citizens of Bangladesh and persons in the service of 1[the Republic] wherever they may be. *Interpretation* ***2. For the purposes of this Act, "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Penal Code and includes an employee of any corporation or other body or organisation set by the Government and includes a Chairman, Vice-Chairman, Member, Officer or other employee of a local [2][authority], or a Chairman, Director, Managing Director, Trustee, Member, Officer or other employee of any corporation, or other body or organisation constituted or established under any law.*** *Offences under sections 161 and 165 of the Penal Code to be cognizable offences* *3. An offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165 or 165-A of the Penal Code shall be deemed to be a cognizable offence for the purposes of the Code of Criminal Procedure, 1898, notwithstanding anything to the contrary contained therein.* ***Presumption where public servant accepts gratification other than legal remuneration*** *4. (1) Where in any trial of an offence punishable under section 161 or section 165 of the Penal Code, it is proved that an accused person has accepted or obtained, or has agreed to accept or attempted to obtain, for himself or for any other person, any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing from any person, it shall be presumed unless the contrary is proved that he accepted or obtained, or agreed to accept or attempted to obtain, that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in the said section 161, or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.* *(2) Where in any trial of an offence punishable under section 165A of the Penal Code it is proved that any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by any accused person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in section 161 of the said Code, or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knew to be inadequate.*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Court may decline to draw the presumption referred to in either of the said sub-sections if the gratification or thing aforesaid is, in its opinion, so trivial that no inference of corruption may fairly be drawn. *Criminal misconduct* *5. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct-* *(a) if he accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification (other than legal remuneration) as a motive or reward such as is mentioned in section 161 of the Penal Code, or* *(b) if he accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate, from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, or* *(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do, or* *(d) if he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant, obtains or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, or* *(e) if he, or any of his dependents, is in possession, for which the public servant cannot reasonably account, of pecuniary resources or of property disproportionate to his known sources of income.* *Explanation.- In this clause "dependent" in relation to a public servant, means his wife, children and step-children, parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent on him.* *(2) Any public servant who commits or attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or 3[with both, and the pecuniary resources or property to which the criminal misconduct relates may also be confiscated to the State].* *(3) In any trial of an offence punishable under sub-section (2) the fact that the accused person or any other person on his behalf is in possession, for which the accused person cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income may be proved, and on such proof the Court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		person is guilty of criminal misconduct and his conviction therefore shall not be invalid by reason only that it is based solely on such presumption. *(4) The provisions of this section shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this section, be instituted against him.* *4[5A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 no officer below the rank of Inspector of Police shall investigate any offence punishable under any of the sections of the Penal Code mentioned in section 3 or any offence punishable under section 5 without an order of a Magistrate of the first class or make any arrest therefore without a warrant.]* *[Omitted]* *6. [Previous sanction necessary for prosecution.- Omitted by section 5 of the Criminal Law Amendment Act, 1953 (Act No. XXXVII of 1953).]* ***7. Accused person to be competent witness-*** *Any person charged with an offence punishable under section 161 or section 165 of the Penal Code or under sub-section (2) of section 5 of this Act shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial:* *Provided that -* *(a) he shall not be called as a witness except on his own request,* *(b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial,* *(c) he shall not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence with which he is charged, or is of bad character, unless-* *(i) the proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged, or* *(ii) he has personally or by his pleader asked questions of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defence is such as to involve imputations on the character of the prosecutor or of any witness for the prosecution, or* *(iii) he has given evidence against any other person charged with the same offence."* **উপরিল্লিখিত আইনে ধারার ২ মোতাবেক "সরকারি কর্মচারী" (Public Servant) বলতে দন্ডবিধির ধারা ২১ এ বর্ণিত সরকারি কর্মচারীসহ *an employee of any corporation or other***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		body or organisation set by the Government and includes a Chairman, Vice-Chairman, Member, Officer or other employee of a local [2][authority], or a Chairman, Director, Managing Director, Trustee, Member, Officer or other employee of any corporation, or other body or organisation constituted or established under any law ব্যক্তিকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গাজী শামছুর রহমান কর্তৃক দন্ড বিধির ভাষ্য হতে ধারা ২১ এর বাংলা অনুবাদসহ মূল আইনটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- *" 21. The words " public servant" denote a person failing under any of the descriptions hereinafter following, namely:-* *1. ----------* *Second-Every Commissioned Officer in the Military, Naval or Air Forces of Bangladesh; ----------* *Third-Every Judge including any person empowered by any law to perform, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory function;* *Fourth-Every officer of a Court of Justice whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court; and every person specially authorized by a Court of Jusitce to perform any of such duties;* *Fifth-Every juryman, assessor, or member of a Panchayat assisting a Court of justice or public servant;* *Sixth-Every arbitrator or other person to whom any causeor matter has been referred for decision or report by any Court of Justice, or by any other competent public authority;* *Seventh-Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement;* *Eighth-Every officer of the Government whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of offences, to*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience;

Ninth-Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of the Government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the Government, or to execute any revenue process, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interests of the Government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of the Government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of the Government[****];

Tenth-Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district.

Eleventh-Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election.

Twelfth-Every person-

(a) In the service or pay of the Government or remunerated by the Government by fees or commissions for the performance of any public duty;

(b) in the service or pay of a local authority or of a corporation, body or authority established by or under any law or of a firm or compay in which any part of the interest or share capital is held by, or vested in, the Government. ”

২১। সরকারী কর্মচারীঃ

“সরকারী কর্মচারী” বলিতে অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির অধীন যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে। যথাঃ

প্রথমত, *বাতিল।*

দ্বিতীয়ত, *বাংলাদেশের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীসমূহের প্রত্যেক কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার;*

তৃতীয়ত, *প্রত্যেক জজ বলিতে সেই ব্যক্তি, যিনি একাকী বা কোন ব্যক্তিসমষ্টির একজন সদস্যরূপে বিচারকার্য করিবার জন্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অন্তর্ভুক্ত হইবে;*

চতুর্থত, *বিচারালয়ের এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী যাহার কর্তব্য*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইতেছে অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে আইন বা তথ্য সংক্রান্ত যেকোন, বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা বা রিপোর্ট প্রদান করা বা যেকোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণিকৃত করা বা সংরক্ষণ করা কিংবা যেকোন সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করা বা উহার বিলিবন্দেজ করা, অথবা যেকোন বিচার বিভাগীয় পরোয়ানা কার্যকরী করা বা যেকোন শপথকার্য পরিচালনা করা বা ব্যাখ্যা দান করা বা আদালতের শৃংখলা রক্ষা করা এবং অনুরূপ কর্তব্যসমুহ সম্পাদন করণার্থ কোন বিচারালয় কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি; ***পঞ্চমত,*** *কোন বিচারালয় বা সরকারী কর্মচারীকে সহায়তাকারী প্রত্যেক জুরি, অ্যাসেসর বা পঞ্চায়েতের সদস্য:* ***ষষ্ঠত,*** *এইরূপ প্রত্যেক মধ্যস্থতাকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন বিচারালয় বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাহার নিকট কোন সমস্যা বা বিষয় সিদ্ধান্ত বা রিপোর্টের জনা প্রেরণ করা হইয়াছে;* ***সপ্তমত,*** *যে পদাধিকারবলে কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ব্যক্তিকে আটক করিতে বা রাখিতে পারেন অনুরূপ পদে সমাসীন প্রত্যেক ব্যক্তি;* ***অষ্টমত,*** *সরকারের এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী, অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে, অপরাধসমূহ নির্ধারণ করা, অপরাধসমূহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা, অপরাধকারীগণকে বিচারাধীনে আনা বা জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ করা ;* ***নবমত,*** *এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে, সরকারের পক্ষে যেকোন সম্পত্তি নেওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যবহার করা, অথবা সরকারের পক্ষে যেকোন জরিপকার্য, নিরূপণ কার্য, বা চুক্তি সম্পাদন করা, অথবা যেকোন রাজস্ব প্রক্রিয়া কার্যকরী করা, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ খর্বকারী যেকোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান বা রিপোর্ট প্রদান করা, প্রমাণিকৃত করা, সংরক্ষণ কর, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ রক্ষাকল্পে যেকোন আইন লংঘন নিবারণ করা।* ***দশমত,*** *এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী, অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে, যেকোন গ্রাম, শহর বা জেলার যেকোন লোকায়ত সাধারণ উদ্দেশ্যে যেকোন সম্পত্তি নেওয়া, গ্রহন করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, যেকোন জরিপকার্য, নিরূপণ কার্য বা সম্পাদন করা বা যেকোন অভিকর বা কর ধার্য করা, অথবা যেকোন গ্রাম, শহর বা জেলায় জনগণের স্বত্বসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেকোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণিকৃত কর, বা রক্ষণ করা;* ***একাদশতম,*** *কোন পদে সমাসীন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাকে উক্ত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পদাধিকারবলে কোন ভোটার তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, সংরক্ষণ বা সংশোধন করিবার জন্য বা কোন নির্বাচন বা কোন নির্বাচনে অংশবিশেষ পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রদত্ত হয়।

উদাহরণঃ পৌর কমিশনার একজ সরকারী কর্মচারী।

***দ্বাদশতম**, প্রত্যেক ব্যক্তি-*

(ক) যিনি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত বা বেতনভোগী বা কোন সরকারী কর্তব্য সম্পাদন বাবদ ফি বা কমিশনের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণকারী।

(খ) যিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ করপোরেশনের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন স্থাপিত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা ফারম বা কোম্পানী, যাহার মূলধন বা অংশে সরকারের অধিকার রহিয়াছে বা স্বত্ব বর্তাইয়াছে।''

১৮৬০ সনের দন্ডবিধির ধারা ১৬১ তথা সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতিত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ সংক্রান্ত আইনটি এবং সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ দুর্নীতি প্রতিরোধে অধিকতর ও কার্যকর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রণীত দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ আইনটি বলবৎ ও কার্যকর করার নিমিত্তে এবং দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমুলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রনয়নের নিমিত্তে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়।

২০০৪ সনের দুর্নীতি দমন আইনের প্রস্তাবনা সহজ সরল পাঠে এটি প্রতীয়মান যে আইনটি মূলত করা হয়েছে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। প্রস্তাবনা মোতাবেক এ আইনে কোনো অপরাধ ও দন্ডের বিষয়ে কোনো ধারা সংযোজনের কথা নয়। উক্ত আইনের ধারা ২(ঙ) মোতাবেক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলে উল্লেখিত অপরাধসমূহ দুর্নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিল নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"তফসিল *[ধারা ১৭(ক) দ্রষ্টব্য]* *(ক) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ:* *(খ) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর-* *(অ) section 161, 162, 163, 164, 165, 165A, 165B, 166, 167, 168, 169, 217, 218 এবং ৪০৯ এর অধীন অপরাধসমূহ;* *(আ) section 420, 467, 468, 471 এবং ৪৭৭ এর অধীন কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হইলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব (official duty) পালনকালে সংঘটিত হইলে কেবল সেইক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধসমূহ:* *(গ) Prevention of Corrution Act, 1947 (Act No. II of 1947) এর অধীন অপরাধসমূহ;* *(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) এর অধীন ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহ;* *(ঙ) ক্রমিক নং (ক) হইতে (ঘ) তে বর্ণিত যে কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত Penal Code , 1860 (ACT No. XLV of 1860) এর section 109, 120B, এবং 511 এর অধীন অপরাধসমূহ।"* *৮। বিশেষ বিধান।- (১) এই আইনের ধারা ৭ দ্বারা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং ইন) এর তফসিল সংশোধন হইবার কারণে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 408, 420, 462A, 462B 466, 467, 468, 469, 471 এবং 477A এর অধীন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তিরিক দায়িত্ব (official duty) পালনকালে সংঘটিত কোন অপরাধ ব্যতীত উক্ত section-সমূহের যে কোন বিধানের অধীন সংঘটিত-* *(ক) অপরাধ দুর্নীতি দমন কমিশনে অনুসন্ধানাধীন থাকিলে স্বয়ংক্রিয়ভঅবে উক্ত কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি হইবে;* *(খ) অপরাধের মামলা দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন থাকিলে উহা এখতিয়ার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থার নিকট স্থানান্তরিত হইবে; এবং* *(গ) অপরাধের মামলা কোন স্পেশাল জজ এর নিকট বিচারাধীন থাকিলে উহা এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে স্থানান্তরিত হইবে। "* **অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(ক) মোতাবেক দুর্নীতি দমন কমিশন কেবলমাত্র তফসিলে উল্লেখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করবেন। "খ" মোতাবেক অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন অনুসন্ধান ও**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা করবেন। **উপরের ধারা বিশ্লেষণে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(ক) এবং (খ) মোতাবেক দুর্নীতি দমন কমিশন কেবলমাত্র তফসিলে উল্লেখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান তদন্ত ও পরিচালনা করতে পারবেন এবং (খ) মোতাবেক অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারবেন।** **আরও পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, তফসিল বহির্ভূত কোন মামলা দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান যেমন করতে পারবেনা তদন্ত যেমন করতে পারবেনা তেমনি মামলাও দায়ের করতে পারবেনা।** **তফসিল পর্যালোচনায় আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, তফসিল (ক)-এ বলা আছে 'এই আইনের অপরাধ সমুহ' এবং (খ), (গ) ও (ঙ) অপরাধ সমূহ। প্রথমেই আসি এই আইনের অধীন অপরাধ সমূহ কি ?** **এই আইন তফসিল (ক) মোতাবেক এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ তথা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর অপরাধসমূহ হল ধারা ২৬ এবং ধারা ২৭।** **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এবং ধারা ২৭ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"26. Declaration of assets.-(1) If the Commission, on the basis of any information and after enquiry as it considers necessary is satisfied that a person or any other person on his behalf is in possession or has acquired property disproportionate to his legal sources of income, then the Commission may, by order in writing, direct that person to submit statement of debt-liabilities including any other information specified in that order in the manner prescribed by the Commission.* *(2) If a person-* *(a) fails to submit written statement or information in compliance after receipt of the order under sub-section (1) or submits such a written statement or furnish information which, for sufficient reasons, is considered baseless or false, or*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(b) submits any book, accounts, record, declaration, return or submits any documents under sub-section (1) or gives any statement which, for sufficient reasons, is considered baseless or false; *he shall be pubishable with imprisonment which may extend to 3(three) years or with fine or with both.* *27.* ***Possession of property disproportionate to known sources of income.****-(1) Whether is in possession or has acquired ownership of any property, movable or immovable, either in his own name or in the name of any other person on his behalf which, there are sufficient reasons to think, appear to have been acquired by dishonest means and deemed to be disproportionate to his known sources of income, and if he fails to give satisfactory explaination about possession of such property to court, he shall be pubishable with imprisonment for a term which shall be not more than 10(ten) years and not less than 3(three) years and shall also be liable to fine; and the said properties shall be liable to be confiscated.* *(2) If in any trial of an offence under sub-section (1) it is proved that the accused person or any other person on his behalf has acquired or is in possession of property, movable or immovable, disproportionate to his known sources of income, the court shall presume, unless the accused succeeds to rebut such presumption in court, that the accused person is guilty of the said offence; and a conviction therefore shall not be invalid for its being based only on such presumption."* ধারা ২৬ এবং ২৭ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এবং সতর্কভাবে পাঠে এটি প্রতিয়মান যে, উক্ত দুইটি ধারায় বলা হয়েছে যে, কমিশন কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে এবং উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান পরিচালনার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির বৈধ উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রয়েছে বা মালিকানা অর্জন করেছে তাহলে কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দায়দায়িত্বের বিবরণ দাখিলসহ উক্ত আদেশের নির্ধারিত ও অন্য কোন তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবে। ধারা ২৬(২) এর (ক) মোতাবেক এবং ২(খ)এর ব্যতয় এর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি ৩(তিন) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। একইভাবে ধারা ২৭(১) মোতাবেক কোন ব্যক্তি তার নিজ নামে বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রয়েছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন যা অসাধু উপায়ে অর্জিত হয়েছে এবং তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলে মন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং তিনি উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ ১০(দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হবে। **উপরিল্লিখিত ধারা ২৬ এবং ২৭-এ *"ব্যক্তির"* কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশন,২০০৪ মূলত The Prevention of Corruption Act, 1947 এর অপরাধ সমূহের অনুসন্ধান ও তদন্তের নিমিত্তে প্রণীত, সেহেতু The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ধারা ২ এ বর্ণিত "সরকারি কর্মচারী" (*2. For the purposes of this Act, "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Penal Code and includes an employee of any corporation or other body or organisation set by the Government and includes a Chairman, Vice-Chairman, Member, Officer or other employee of a local [2][authority], or a Chairman, Director, Managing Director, Trustee, Member, Officer or other employee of any corporation, or other body or organisation constituted or established under any law.) হবেন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এবং ২৭ ধারার**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"ব্যক্তি" বা "সরকারী কর্মচারী"। *অর্থাৎ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এবং ২৭ ধারার ব্যক্তি বলতে* ***The Prevention of Corruption Act, 1947*** *এর ধারা ২ বর্ণিত "সরকারী কর্মচারীকে" বুঝানো হয়েছে।* *অর্থ্যাৎ* **The Prevention of Corruption Act, 1947** *এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এবং ২৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধে কেবলমাত্র* ***The Prevention of Corruption Act, 1947*** *এর ধারা ২-এ বর্ণিত "সরকারি কর্মচারী" (Public Servant) গণের বিরুদ্ধে দায়ের করা যাবে।* *অপর কথায় যিনি* ***The Prevention of Corruption Act, 1947*** *এর ধারা ২-এ বর্ণিত "সরকারী কর্মচারী" নন তার বিরুদ্ধে* **The Prevention of Corruption Act, 1947** *এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৬ এবং ২৭ ধারায় মামলা দায়ের করা যাবে না।* *অত্র আপীলকারী মোসাঃ মমতাজ বেগম স্বীকৃত মতেই একজন গৃহীনি। তিনি* ***The Prevention of Corruption Act, 1947*** *এর ধারা ২-এ বর্ণিত "সরকারি কর্মচারী" (Public Servant) নন। আপীলকারীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমাটি বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে দাখিল করা হয়েছে।* *নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান যে, উপরিল্লিখিত মমতাজ বেগম একজন সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী। দন্ডবিধির ধারা ২৭ মোতাবেক কোনো সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রী, কেরানী বা ভৃত্যের অধিকারে থাকলে উক্ত সম্পত্তি এই বিধির অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির অধিকারে রয়েছে বলে গণ্য হবে অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী অত্র আপীলকারী মমতাজ বেগমের সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে আইন অনুযায়ী তার স্বামী সরকারি কর্মচারীরই সম্পত্তি। দুর্নীতি দমন কমিশন মমতাজ বেগমের সম্পত্তি আইন অনুযায়ী তার স্বামীর সম্পত্তি

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গণ্য করে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমাটি দাখিল করা উচিত ছিল।

দন্ডবিধির ধারা ২৩ এ অবৈধ লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দন্ডবিধির ধারা ৪৩ মোতাবেক অবৈধ লাভ বলতে বুঝায় ক) যা অপরাধ বলে গণ্য বা খ) যা আইন বলে নিষিদ্ধ বা গ) যাতে মামলা রুজুর কারণ থাকে। অবৈধ শব্দটি ধারা ৪৩ মোতাবেক সেই কাজের বিশেষণ রুপে ব্যবহৃত হয়েছে যা অপরাধ মূলক বা যা আইনে নিষিদ্ধ।

দন্ডবিধির ধারা ৪০৩ মোতাবেক কোনো ব্যক্তি অসাধুভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা তার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে সে ব্যক্তি যেকোনো বর্ণনায় কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন যার মেয়াদ ০২ বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ মোতাবেক বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিক বিহীন যেকোন সম্পত্তি প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যেকোন সম্পত্তি সেটি স্থাবর কিংবা অস্থাবর যাহাই হোক না কেন যদি সেই সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা দলিল কেহ দেখাতে না পারেন তবে উক্ত সম্পত্তি প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে করবিভাগ সঠিকভাবে আইনানুযায়ী তার দায়িত্ব পালন করলে কোন ব্যক্তির পক্ষেই অবৈধ সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

উন্নত অনেক দেশে বেসরকারি দুর্নীতি বিষয়টি এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। কোনো কোনো দেশে এতদবিষয়ে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও কোনো পরিপূর্ণ এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য বেসরকারি দুর্নীতি বিষয়ক আইন পৃথিবীতে প্রণীত হয় নাই।

স্বীকৃতমতেই দন্ডপ্রাপ্ত আসামী-আপীলকারী একজন গৃহিনী। তিনি কোন সরকারী কর্মচারী নন। তিনি দেশের একজন সাধারণ বেসরকারি নাগরিক। ফলে যেহেতু তিনি **The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ধারা ২ মোতাবেক "সরকারী কর্মচারী" নন সেহেতু অত্র মামলাটি দায়েরই ছিল অবৈধ, বেআইনী এবং এখতিয়ারবহির্ভুত। সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।**

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৫/২০১৮-এ বিগত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইংরেজী ১৬.০৯.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মোকদ্দমার সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগ প্রমান করতে ব্যর্থ হওয়ায় অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আসামীর জামিনদারকে জামিননামা থেকে অব্যহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ